কালের কণ্ঠ

30 AUG 2016

## লার্নিং অ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদন প্রকাশ আজ

# মাধ্যমিকে গড় মানের শিক্ষার্থী ৬৩%

**শরীফুল আলম সুমন ▷**

মাধ্যমিকে ৬৩ শতাংশ শিক্ষার্থীই কোনো রকমে গড় মানে তাল মেলাচ্ছে। কমও নয় বেশিও নয়, তারা মোটামুটি দক্ষতা অর্জন করছে। অন্যদিকে ১৮ শতাংশ শিক্ষার্থী অধিক দক্ষতা অর্জন করছে। আর ১৯ শতাংশ প্রয়োজনীয় দক্ষতারও অনেক নিচে অবস্থান করছে। তবে বাংলা ও ইংরেজিতে ছাত্রদের চেয়ে এগিয়ে আছে ছাত্রীরা। আর গণিতে এগিয়ে ছাত্ররা। সবচেয়ে ভালো শিখছে রাজশাহী বিভাগের শিক্ষার্থীরা, সবচেয়ে পিছিয়ে সিলেট বিভাগ। সাধারণ শিক্ষার তুলনায় মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা খুব একটা পিছিয়ে নেই। অনেক ক্ষেত্রেই তারা সমানে সমান অবস্থান করছে। এর পরও ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৫ সালের শিখন মানে অনেক উন্নতি লক্ষ করা গেছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের লার্নিং অ্যাসেসমেন্ট-২০১৫ প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। রাজধানীর রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আজ মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করবেন। দেশের ৩২টি জেলার ৫৫ উপজেলার ৫২৭টি মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ে জরিপ পরিচালনা করা হয়। ষষ্ঠ ও অষ্টম শ্রেণির ১৫ হাজার ৮১০ জন করে মোট ৩১ হাজার ৬২০ জন শিক্ষার্থীকে জরিপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গত বছরের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে এই জরিপ পরিচালনা করা হয়।

সম্প্রতি শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষাবিদরা। তাঁদের দাবি, বেশি পাস করলেও তাদের মান ভালো নয়। এই জরিপেও শিক্ষাবিদদের করা মন্তব্যের সত্যতা মিলছে। পরীক্ষার খাতায় লিখে শিক্ষার্থীরা বেশি নম্বর পেলেও সব ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা আশানুরূপ নয়। তবে ২০১৪ সালের জরিপে দেখা যায়, ৭৪ শতাংশ শিক্ষার্থীই ঠিকভাবে শিখছে না। তারা কোনোমতে গড় দক্ষতা অর্জন করে পার পেয়ে যাচ্ছিল। ২০১৫ সালের শিখন মানে ১১ শতাংশ উন্নতি হয়েছে।

প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ষষ্ঠ শ্রেণির গণিতে প্রয়োজনীয় দক্ষতার অনেক নিচে রয়েছে ২৩ শতাংশ শিক্ষার্থী। মোটামুটি অর্থাৎ গড় মানে রয়েছে ৫৭ শতাংশ আর ২০ শতাংশ অধিক দক্ষতা অর্জন করছে। ইংরেজিতে ২৯ শতাংশ প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম, ৫৬ শতাংশ গড় মান ও ১৫ শতাংশ অধিক দক্ষতা অর্জন করেছে। বাংলায় ৩০ শতাংশ প্রয়োজনের চেয়ে কম, ৬০ শতাংশ গড় মান ও ১০ শতাংশ তাধিক দক্ষতা অর্জন করেছে।

অষ্টম শ্রেণির গণিতে ৮ শতাংশ প্রয়োজনীয় দক্ষতার নিচে, ৭৩ শতাংশ গড় মান ও ২২ শতাংশ অধিক দক্ষতা অর্জন করেছে। ইংরেজিতে তা যথাক্রমে ৯, ৭২ ও ১৯ শতাংশ এবং বাংলায় ১৩, ৬৪ ও ২২ শতাংশ।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলায় ৬৮ শতাংশ ছেলে ও ৭০ শতাংশ মেয়ে গড় মান অর্জন করেছে। ইংরেজিতে তা সমান ৭১ শতাংশ করে। আর গণিতে ৮০ শতাংশ ছেলে ও ৭৫ শতাংশ মেয়ে গড় মান অর্জন করেছে। অষ্টম শ্রেণিতে বাংলায় ৫৫ শতাংশ ছেলে ও ৫৪ শতাংশ মেয়ে, ইংরেজিতে ৫০ শতাংশ ছেলে ও ৪৯ শতাংশ মেয়ে এবং গণিতে ৬২ শতাংশ ছেলে ও ৫২ শতাংশ মেয়ে গড় মান অর্জন করেছে। ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলায় সাধারণ শিক্ষায় ৭১ ও মাদ্রাসায় ৬৩ শতাংশ, ইংরেজিতে সাধারণ শিক্ষায় ৭৩ ও মাদ্রাসায় ৬৩ শতাংশ এবং গণিতে সাধারণ শিক্ষায় ৭৭ ও মাদ্রাসার ৭৬ শতাংশ শিক্ষার্থী গড় মান অর্জন করেছে।